যুগান্তর

তারিখ ...11 AUG 2015...
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...১...

৪ | সম্পাদকীয়

কেন ফল বিপর্যয়

কারণগুলো বিশ্লেষণ করে ব্যবস্থা নিন

এবার এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় গড় পাসের হার গতবারের চেয়ে প্রায় ১০ শতাংশ কম হওয়ায় স্বভাবতই একে ফল বিপর্যয় হিসেবে দেখা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী ফল খারাপ হওয়ার কারণ হিসেবে বিরোধী জোটের নাশকতাকে দায়ী করেছেন, রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে এইচএসসি পরীক্ষা ব্যাহত হয়েছে এবং পরীক্ষার তারিখ বারবার পরিবর্তন করতে হয়েছে। পরীক্ষার ফলে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে সন্দেহ নেই। তবে ফল বিপর্যয়ের আরও কারণ রয়েছে, যা বিশেষজ্ঞরা নানাভাবে বিশ্লেষণ করছেন। গণমাধ্যমে সেসব তুলে ধরা হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য একটিই— আগামীতে যেন ফল বিপর্যয়ের কারণগুলো দূর করার পদক্ষেপ নেন সংশ্লিষ্টরা।

ফল বিপর্যয়ের কারণ হিসেবে সাধারণভাবে যে বিষয়গুলো উঠে এসেছে তার অন্যতম হল শিক্ষার্থীদের ইংরেজি পরীক্ষা খারাপ হওয়া। ইংরেজিতে অকৃতকার্য হয়েছে সাড়ে ১৯ শতাংশ শিক্ষার্থী। ইংরেজিতে আট বোর্ডের মধ্যে ছয়টিরই ফল গতবারের তুলনায় খারাপ। শুধু যশোর বোর্ডেই এ বিষয়ে পাসের হার গতবারের চেয়ে প্রায় ১৫ শতাংশ কমেছে। এবার এ বোর্ডে ইংরেজি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কঠিন হয়েছিল, পরীক্ষার সময় শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই এমন কথা বলেছিলেন। বস্তুত যশোর বোর্ডের সার্বিক ফলই এবার খারাপ হয়েছে। আট বোর্ডে গড় পাসের হার যেখানে ৬৫ দশমিক ৮৪, সেখানে যশোর বোর্ডে পাসের হার মাত্র ৪৬ দশমিক ৪৫ শতাংশ। অর্থাৎ এ বোর্ডে অর্ধেকেরও বেশি পরীক্ষার্থী অনুত্তীর্ণ হয়েছে। বলা বাহুল্য, এটিও সার্বিক ফল বিপর্যয়ে ভূমিকা রেখেছে। তবে দেখা যায়, দেশের সর্বত্রই, বিশেষত গ্রামের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বরাবরই ইংরেজি ভীতি থাকে। এ ক্ষেত্রে ভালো শিক্ষকের অভাব দূর করাটা জরুরি। সেই সঙ্গে অন্য সমস্যাগুলোও চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেয়া দরকার।

এ বছর থেকে প্রথমবারের মতো ১০০ নম্বরের বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে চালু হয়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। বোঝা যায়, যথেষ্ট প্রস্তুতি না থাকার কারণেই এ বিষয়ের ফল সন্তোষজনক হয়নি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ফল খারাপ হওয়ার কারণে সারা দেশে গড় পাসের হার ৩-৪ শতাংশ কমেছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। আগামীতে যাতে এ অবস্থার সৃষ্টি না হয় সেজন্য প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এখন থেকেই পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নেয়া প্রয়োজন। উল্লেখ্য, অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই এ বিষয়ের প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও শিক্ষা-উপকরণ নেই। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এ বিষয়ে শিক্ষকের অভাব প্রকট।

বাংলায় গড়ে সাড়ে ৭ শতাংশ পরীক্ষার্থী অকৃতকার্য হওয়ায় এরও একটি প্রভাব পড়েছে সার্বিক ফলাফলে। মাতৃভাষা বিষয়ে খারাপ ফল করা অনাকাঙ্ক্ষিত। কেন এমনটি ঘটেছে তা খতিয়ে দেখা দরকার।

প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে এবার প্রথমবারের মতো বোর্ডগুলো সৃজনশীল পদ্ধতিতে আলাদা প্রশ্নে পরীক্ষা নিয়েছে। আগে সৃজনশীল বিষয়গুলোর প্রশ্নপত্র সব বোর্ডে অভিন্ন হতো। ফলে কী ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে, সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা ধারণা থাকত। কিন্তু এবার হঠাৎ করে আলাদা প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেয়ায় পরীক্ষার্থীরা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে। সার্বিক ফল খারাপ হওয়ার এটিও একটি বড় কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। তবে বাস্তবতা হল, সৃজনশীল বিষয়ে সারা দেশেই প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব রয়েছে। এ ঘাটতি দ্রুত পূরণ করতে হবে।